22 JUL 1991
তারিখ ... 22 JUL 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১

২ দৈনিক আল আমিন

সার্ক আরো কার্যকর হোক

সার্ক আজ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সহযোগিতা ফোরাম। একটি অত্যাবশ্যকীয় ও জনকল্যাণকর বন্ধন। এ বন্ধনে ছোট বড় সাতটি আঞ্চলিক দেশ আবদ্ধ। ক্ষুদ্রত্ব ও বৃহত্ব, অগ্রসরতা ও পশ্চাদপদতা নির্বিশেষে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপ–এই সাতটি আঞ্চলিক দেশ সমমর্যাদা, সমগুরুত্ব, সৌভ্রাতৃত্ব ও সখ্যতার নীতির বন্ধনে আবদ্ধ। ১৯৮৫ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে হাত–ধরাধরি করে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, কারিগরি, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সাহায্য–সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে এই সাতটি দেশ যাত্রা শুরু করেছে। তার প্রায় সাত বছর আগে বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট মরহুম জিয়াউর রহমানই প্রথম সার্ক–এর ধ্যান–ধারণা তুলে ধরেন। সেদিক থেকে সার্ক–এর অগ্রগতি সমৃদ্ধির প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর সে অবদান শ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত হবে। শনিবার ঢাকায় সফররত মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ও সার্কের বর্তমান চেয়ারম্যান ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা–সদস্য মামুন আবদুল গাইয়ুম প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞার কথা উল্লেখ করেন।

সামনে নভেম্বরে সার্কের কলম্বো শীর্ষ সম্মেলন। তার আগে সার্কের বৈঠকগুলোকে কিভাবে আরো কার্যকর ও সুশৃঙ্খল করা যায়, সে–ব্যাপারে সদস্য দেশগুলোর কাছ থেকে সুপারিশ চাওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট মামুনকে ম্যান্ডেট দেয়া হয়েছে। বৈঠকগুলোয় আনুষ্ঠানিকতা হ্রাস করতে হবে। আনুষ্ঠানিকতা বেশি হওয়া মানেই অর্থ ও সময়ের অপচয়, যা সদস্য সাতটি দেশের জন্যই ক্ষতিকর। সাতটি সদস্য দেশের একশ' কোটি মানুষের কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনই সার্কের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। সাতজনের একসঙ্গে একই লক্ষ্যে চলার বিড়ম্বনা ও সমস্যা অনেক, কিন্তু একলা চলার বিপদ ও অসহায়ত্বের তুলনায় তা কিছু নয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে এবং সব সময় এ ব্যাপারে সজাগ থাকা দরকার, যেন সাত দেশের এ সহযোগিতার বন্ধন কখনোই কোনদিক থেকেই কোন প্রকার এবং পাকিস্তান আমলের একদা আর সি ডি'র মতো সাম্রাজ্যবাদ ও বৃহৎ শক্তির তাবেদারীর শৃংখল হয়ে না দাঁড়ায়। কেননা আমরা সাতটি দেশই উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত। উন্নত দেশগুলো ও পরাশক্তির কোন প্রকার অবাঞ্ছিত খবরদারির মনোভাব ও তৃতীয় বিশ্বের স্বার্থ হানিকর যেকোন অনভিপ্রেত কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আমরাও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে ও দেশে দেশে সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের মিলিত কর্মপন্থার সমান শরীক। সার্ক গঠিত হওয়ায় আমরা বরং আরো দৃঢ় ও সংগঠিতভাবে সেসব ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারছি। সেদিক থেকে সার্ক আজ আর শুধু একটি আঞ্চলিক নয়, একটি বিশ্ব বাস্তবতাও।

যাহোক, জন্মের পর থেকেই সার্ককে অনেক সমস্যা ও জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। দু'টি বড় সদস্যদেশের– ভারত ও পাকিস্তানের রাষ্ট্র প্রধানকে হারাতে হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী আততায়ীর হাতে প্রাণ দিয়েছেন, অপরদিকে এর আগে পাকিস্তানের সামরিক শাসনকালের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক অন্তর্ঘাতমূলক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। শ্রীলংকায় বিদায় নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধন, বাংলাদেশে বিদায় নিতে হয়েছে স্বৈরশাসক এরশাদকে। নিশ্চিতভাবেই এসব ঘটনা সদস্যদেশগুলোকে নানারকম জটিলতা ও সমস্যার আবর্তে নিক্ষেপ করে। সেক্ষেত্রে সার্কের সুষ্ঠু অগ্রযাত্রাও সাময়িকভাবে বিঘ্নিত না হয়ে পারেনি। প্রসঙ্গত এবার সদস্য দেশগুলোয় সার্কের গৃহীত সন্ত্রাসবাদবিরোধী কনভেনশন পুরোপুরি বাস্তবায়নের সপক্ষে জাতীয় ক্ষেত্রে আইন প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথাটিও উঠেছে। রাজীব গান্ধীর হত্যাকে যেক্ষেত্রে আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদের ফল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদ রোধে সার্কের কার্যক্রম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে মামুন আবদুল গাইয়ুম ঐ প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

একথা অনস্বীকার্য, সমস্যা ভারাক্রান্ত সদস্য দেশগুলোকে নিয়ে সার্কের কার্যক্রম একেবারে অবিঘ্নিতভাবে চালানো দুরূহ ব্যাপার এবং আদর্শবাদী চিন্তামাত্র। কেননা, সদস্য সব কয়টি দেশেই অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেকোন সময়েই গোলযোগপূর্ণ ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে উঠতে পারে। এ বাস্তবতাকে সামনে রেখেই আগামী দিনগুলোয় পারস্পরিক স্বার্থেই সার্ককে যথাসম্ভব সুশৃঙ্খল ও কার্যকর রাখতে হবে। শিক্ষা–সংস্কৃতি, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক লেনদেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, পরিবেশ রক্ষা ও কারিগরি ক্ষেত্রসহ সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতার মাত্রা বাড়িয়ে এ অঞ্চলের এক শ' কোটি বাসিন্দার জীবনে যতদূর সম্ভব শান্তি–সমৃদ্ধি আনার একটি ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। আমরা আনন্দিত যে, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সাথে প্রেসিডেন্ট মামুনের সার্ক আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। সার্কের সাফল্য ও জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক।